২. একবিংশ শতাব্দির শুরু থেকেই বারগোগ্লিও সারা আর্জেন্টিনা মণ্ডলীকে অনুরোধ করেন, যেন সামরিক শাসনের সময় সংঘঠিত বিভিন্ন পাপ-অপরাধের জন্য সবাই প্রকাশ্যে প্রায়শ্চিত্ত করে। পরবর্তিতে তিনি আর্জেন্টিনার ক্যাথলিক মণ্ডলীর প্রধান হিসাবে সেই দেশের সকল বিশপসহ দেশবাসীর কাছে সামষ্টিকভাবে ক্ষমা চেয়েছেন কারণ মণ্ডলী স্বৈরশাসনের হাত থেকে মেষদের রক্ষা করতে পারে নি বলে **(উইকিপিডিয়া, ১৮ মার্চ, ২০১৩)**।

৩. পোপ ফ্রান্সিস অন্যভাবে সামাজিক ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। অস্ত্র দিয়ে নয়, ঈশ্বরবিমুখ হয়ে নয়, ঈশ্বরমুখী হয়ে, মঙ্গলসমাচারের দর্শনে প্রভাবিত হয়ে। বামঘেষা না হলেও তিনি মণ্ডলীর সামাজিক ন্যায্যতা বিষয়ক শিক্ষার উপর জোর দেন। তিনি শুধু উগ্র বামদর্শনের বিরোধী নন, তিনি মুক্ত ও অবাধ ধনতন্ত্রেরও বিরোধী। তিনি চান, মণ্ডলী যেন হয়ে উঠে গরীব অনুরাগি মণ্ডলী (চার্চ ফর দ্য পোয়ার)। তিনি শিশু নির্যাতন, পতিতা বৃত্তি, গর্ভপাত, ইউথেনেশিয়া, জন্মনিয়ন্ত্রন, বৃদ্ধ নির্যাতন ইত্যাদিকে জীবন বিনাশী সংস্কৃতি বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি সমকামীতা ও সমকামীদের মধ্যে বিবাহের বিরোধিতা করেন। তিনি সৃষ্টির মাঝে প্রকাশিত প্রাকৃতিক নিয়মের ছন্দে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করতে চান।

২০১৩ সালের ১৯ মার্চ:

১. পোপ হিসাবে অভিষিক্ত হন পোপ ফ্রান্সিস ২০১৩ সালের ১৯ মার্চ । একদিন সেন্ট পিটার্স স্কয়ারে প্রায় ২ লক্ষ ভক্ত সমবেত হন। অন্য একদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন প্রায় ১৩২টি দেশের প্রতিনিধিরা। বিভিন্ন দেশ তাদের জাতীয় পতাকা নেড়ে পোপকে স্বাগত জানান। উপস্থিত হন বিভিন্ন ধর্মীয় নেতা ও বিভিন্ন মণ্ডলীর নেতা। প্রথমবারের মত যোগদান করেন প্রাচ্যের ইস্তামবুল মণ্ডলীর আধ্যাত্মিক নেতা। এই মণ্ডলী প্রায় ১০০০ বছর আগে ক্যাথলিক মণ্ডলী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। প্রতিবছর ১৯ মার্চ মাতা মণ্ডলী সাধু যোসেফের মহাপর্ব পালন করে। এই দিনেই পোপ ফ্রান্সিস পোপ হিসাবে অভিষিক্ত হন।

দুই পোপের পোশাক-আশাকে পার্থক্য

পোপ ফ্রান্সিস বুয়েনাস আয়ার্সের আর্চবিশপ হিসেবে যা ব্যবহার করতেন, এখন তাই করবেন। ষোড়শ বেনেডিক্ট পড়তেন সোনার আংটি, আর পোপ ফ্রান্সিস পড়েন রূপার প্রলেপ দেওয়া আংটি। আগের পোপের ছিল ক্রুশের মেডেল, বর্তমান পোপের লোহার। আগের জনের পাজামা সাদা, আর বর্তমান পোপের পাজামা কালো। তিনি সাদা মোজা নয়, কালো মোজা, লাল চপ্পল নয়, কালো জুতা ব্যবহার করেছেন এই অভিষেক অনুষ্ঠানে।

(প্রথম আলো, ২০ মার্চ, ঢাকা, ২০১৩)।

৩. পোপ ফ্রান্সিস এদিন খ্রীষ্টযাগ উৎসর্গ করেন। উপদেশে পৃথিবীকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে না দিতে বিশ্বের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। আহ্বান জানান, আমরা যেন পরিবেশ রক্ষা করি, রক্ষা করি দূর্বল ও গরীবদের। আবেগভরা কণ্ঠে তিনি বলেন, 'মানবতাকে আলিঙ্গন করতে হবে, বিশেষ করে অভাবী, দূর্বল ও প্রান্তিক সম্প্রদায়ের কথা ভাবতে হবে।' সাধু যোসেফ পবিত্র পবিবারের রক্ষক। এই ধারণার প্রসারণ ঘটিয়ে পোপ ফ্রান্সিস বিশ্ববাসীকে জীবন রক্ষার সংস্কৃতি চর্চা করতে আহ্বান জানান। আরো আহ্বান জানান, জীবন বিনাসী সংস্কৃতি থেকে দূরে সরে আসতে। সাধু মথি লিখিত মঙ্গলসমাচারের শেষের দিকে বর্ণিত ভ্রাতৃপ্রেমের উপর তিনি জোর দেন। ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত, উলঙ্গ, অসুস্থ ও কারাবন্দীরের রক্ষা করতে তিনি আহ্বান জানান। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, মণ্ডলীর ক্ষমতা বিরাজ করে সেবাদানের মধ্যে। সৃষ্টির মধ্যে, পরিবেশের মধ্যে ঈশ্বরের মহা পরিকল্পনা ফুটে উঠেছে। পরিবেশ ও একে অন্যকে রক্ষা করার জন্য তিনি আহ্বান জানান। তিনি আমাদের আশাবাদী হতে বলেন, আশার বাণী সঞ্চার করতে আহ্বান জানান। তিনি বলেন, 'অন্ধকারাচ্ছন্ন নানা সমস্যা সত্ত্বে আশার আলো নিয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।' সাধু ফ্রান্সিসের মত তিনি আমাদের প্রকৃতি প্রেমিক, মানবপ্রেমিক, গরীবের বন্ধু, আন্তঃধর্মীয় ও আন্তঃমাণ্ডলীক সংলাপ অনুরাগী হতে আহ্বান জানান। তিনি ভিন্নভাবে সংস্কার আনবেন - সাধু যোসেফের মত করে। তিনি মণ্ডলীর চিরকালীন সত্যগুলোকে প্রচার ও চর্চা করে সংস্কার আনবেন। রোম একদিনে গড়ে উঠেনি।